দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2.9.OCT 1987
পৃষ্ঠা ... 5 ... 3

~~082~~ ১১ই কার্তিক ১৩৯৪ বং
23

শিক্ষাঙ্গনে

প্রসঙ্গঃ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর শিক্ষা ব্যবস্থা নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৭৪ সালে The Primary Schools (Taking Over) Act. 1974 বলে দেশের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ (৩৬,৬৬৬) সরকারীকরণ করা হয় এবং শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নেয়া হয়। একই বছর স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পেশ করা হয়। জাতীয় শিক্ষা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এ কমিশন সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক প্রস্তাব রাখে।

ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর একযুগ কেটে গেছে। ইতিমধ্যে সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়িত হয়নি। বরং শিক্ষাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে যাচাই করা হয়েছে। এসেছে কাজী জাফর শিক্ষা নীতি এবং মজিদ খান শিক্ষানীতি। কিন্তু কোন শিক্ষানীতিই পরবর্তীতে বিরোধিতার মুখে টিকে থাকতে পারেনি। অবশেষে বর্তমান সরকার সম্প্রতি ডঃ মফিজউদ্দিন আহমেদকে চেয়ারম্যান করে আরেকটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি নির্দেশ করে তা ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে।

এই তো গেলো আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিকথা। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ কি? এ প্রশ্ন সবার মনে জাগাটাই স্বাভাবিক। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা জানতে হলে আমাদের শিক্ষা সম্পর্কিত নানা তথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। নিম্নে বাংলাদেশের শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য দেয়া হলো যা' থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

* বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের স্তর অনুযায়ী গড়ে উঠেছে।

* সাধারণতঃ প্রাথমিক স্তর ৫ বছর, নিম্ন মাধ্যমিক স্তর ৩ বছর, মাধ্যমিক স্তর ২ বছর, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ২ বছর, স্নাতক স্তর ২/৩ বছর এবং স্নাতকোত্তর স্তর ২/১ বছর মেয়াদী।

* উচ্চ মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হবার পর দেশে এম, বি, বি, এস ৫ বছর, আর্কিটেকচার ৫ বছর, বি, ডি, এস, ৪ বছর, প্রকৌশল ও কৃষিবিদ্যা ৪ বছরের স্নাতক কোর্স এবং ১ বছর স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়ন করার সুযোগ আছে।

* বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এম, ফিল ও পি-এইচ-ডি করার ব্যবস্থা রয়েছে।

* শিক্ষার প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন পরিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তা নিয়ে।

* বাংলাদেশে পরীক্ষা ব্যবস্থা এখনও গতানুগতিক। তবে সম্প্রতি পরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কিত সুপারিশ কমিটি তাদের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেছেন। এখন শুধু সরকারী সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের অপেক্ষায়।

* ১৯৮৬ সালের হিসেব অনুযায়ী সারা দেশে ৪৪,২০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়; ২,২৪৮টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়; ২৫০টি উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়; ৩৬৬টি স্নাতক মহাবিদ্যালয় এবং ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

* একই সময়ের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রাথমিক পর্যায়ে ৮৯,২০,২৯২ জন; নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩,০৮৩৬১ জন, মাধ্যমিক পর্যায়ে ২২,৬৬,৭৬৩ জন, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮৭,৪৭৯ জন, স্নাতক পর্যায়ে ৩,৭৬,৩০৯ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৩৪,৪৯৪ জন।

* সারাদেশে শিক্ষক সংখ্যা প্রাথমিক ১,৯০,০০০; নিম্ন মাধ্যমিক ১৩,০১৯; মাধ্যমিক ৭৯,২৫০; উচ্চ মাধ্যমিক ৩,৪২০; স্নাতক ১১,১১৯ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ২,৭০৫ জন। এ হিসেবও ১৯৮৬ সালের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী।

* বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা এবতেদায়ী (প্রাথমিক), দাখিল (মাধ্যমিক), আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক), ফাজিল (স্নাতক) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তরে বিন্যস্ত।

* সারাদেশে ৫৪টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ১৬টি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৩৫টি হোমিওপ্যাথ কলেজ, ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৮টি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ১টি দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ১০টি ক্যাডেট কলেজ এবং ২২টি ল' কলেজ আছে।

* শিক্ষক প্রক্ষিণার্থে বাংলাদেশে ৫১টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১০টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ২টি শারীরিক শিক্ষা মহাবিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ১টি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত আছে।

* বাংলাদেশে প্রতি ৩.৪৭ বর্গ কিলোমিটারে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

* ১৯৮৫-৮৬ সালে শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ৪৮৭.৪৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৬৩.৪১ কোটি টাকা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য।

* বাংলাদেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাত্রা নিম্নরূপঃ

১। প্রাথমিক স্তর —৫৮%
২। মাধ্যমিক স্তর— ১৭%
৩। কলেজ পর্যায় ৬.৫%
৪। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় ২.৯%
৫। বয়স্ক শিক্ষা ১.৫%

* ১৯৮১ সালের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১ঃ৫৫।

* ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুসারে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ২৯.২% এর মধ্যে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৩৯.৭% এবং মহিলা সাক্ষরতার হার ১৮.৮%।

উপরোক্ত তথ্যাদি থেকে সহজেই বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা অনুমান করা যায়। কিন্তু শিক্ষার এই যে ব্যবস্থা, তা সারাদেশে সুবিন্যস্তভাবে গড়ে উঠেনি। বাংলাদেশের মাত্র এক পঞ্চমাংশ লোক শহরে বাস করে। তাই দেশ বলতে বস্তুতঃ পক্ষে গ্রামাঞ্চলকে বুঝায়।ঘ অথচ গ্রাম দেশে বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর লোক ছড়িয়ে আছে। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বলেই স্বাভাবিক কারণে তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দারিদ্র্যপীড়িত, কলহপ্রিয়, স্বাস্থ্যহীন ও কর্মবিমুখ। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় দরিদ্রতম দেশ হিসেবে পরিচিত। গ্রামাঞ্চলে বসবাসবাসকারী, ভাগ্য বিড়ম্বিত সংখ্যাগরিষ্ঠ এ জনগোষ্ঠী জীবনে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা না আনতে পারলে শিক্ষা তথা দেশের অগ্রগতির কথা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র।

ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত ও পাকিস্তান আমলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় জীবনের বাঞ্ছিত কোন পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেনি এ শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হওয়ার কোন সুযোগ ঘটেনি। পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষায় এ যাবৎ যাঁরা শিক্ষিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। আজ স্বাধীন একটি জাতির জন্য উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন অত্যধিক। জাতীয় জীবনে প্রাণ-প্রাচুর্যের প্রয়োজন। প্রয়োজন জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের। আমাদের বর্তমান অবস্থা যেন টিকে থাকারই নামান্তর, বেঁচে থাকার নয়। অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে জনগণের জীবনে অর্থবহ করতে হলে সংস্কার ও পরিবর্তন প্রয়োজন। বাঞ্ছিত এ পরিবর্তন বা সংস্কার কেবলমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থা পুর্নগঠনের মাধ্যমে আসতে পারে। সুতরাং পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থার পুর্নগঠন ও পুনর্বিন্যাস যে একান্ত অপরিহার্য তা বলাই বাহুল্য। এ পুনর্গঠন প্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একান্ত দরকার। সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষরদের শিক্ষিত করতে না পারলে দেশ ও জাতির অগ্রগতি যে সুদূর পরাহত এ সচেতনতা সব মহলে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই সোচ্চার দাবী উঠেছে সেকেলে ও অনুন্নত শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে আত্মমর্যাদাশীল জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম একটি বিজ্ঞান সম্মত, উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য। আধুনিক শিক্ষানীতির সাথে সংগতি রক্ষা করে প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বপর্যায়ে এ পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ভা দিকগুলো রেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন গতির সঞ্চার করতে হবে।

—নূর মোহা